আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৬' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সকল শান্তিরক্ষীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংঘাতময় অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং তা সমুন্নত রাখার মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ যাবৎ আত্মোৎসর্গকারী সকল বীর শান্তিরক্ষী সদস্যকে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ এক অনন্য নাম। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধপীড়িত দেশে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ পেশাদায়িত্ব, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে চলেছেন। সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে জরুরি খাদ্য, চিকিৎসা সামগ্রী ও মানবিক সহায়তা প্রদান, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা এবং শান্তি বজায় রাখতে আমাদের শান্তিরক্ষীরা যে অনবদ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন, তা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও দৃঢ় ও মর্যাদাপূর্ণ করেছে।

বাংলাদেশ সবসময় বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে যে কোনো বিবাদ-সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অন্যতম সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণ-আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকারেরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন। আমি আশা করি, বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের শান্তিরক্ষীরা দক্ষতা, শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠায় আরও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সদা সচেষ্ট থাকবেন।

আমি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত ও সাবেক সকল শান্তিরক্ষীর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল, সাফল্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্বশান্তি, স্থিতিশীলতা ও মানবিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম একটি অনন্য উদ্যোগ। সংঘাত, সহিংসতা ও মানবিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে শান্তিরক্ষীরা অত্যন্ত সাহস, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে আমি বিশ্বের সকল শান্তিরক্ষীর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেসব সাহসী শান্তিরক্ষী আত্মত্যাগ করেছেন, আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের অবদান স্মরণ করছি। তাদের এই আত্মত্যাগ জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একই সঙ্গে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত শান্তিরক্ষী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। আমাদের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দিয়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশের নারী শান্তিরক্ষীরাও আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। দক্ষতা, নেতৃত্ব ও পেশাগত সক্ষমতার মাধ্যমে তারা বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছেন। এটি নারীর ক্ষমতায়ন এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

আমরা বিশ্বাস করি, পারস্পরিক সম্মান, সহযোগিতা ও সহনশীলতার ভিত্তিতে একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখবে। আসুন, আমরা সবাই শান্তি, মানবতা ও সম্প্রীতির মূল্যবোধ ধারণ করে একটি উন্নত ও নিরাপদ পৃথিবী গঠনে একযোগে কাজ করি।

জনাব তারেক রহমান

বাণী

জাতিসংঘ

মহাসচিব
জাতিসংঘ

Right now, more than 50,000 UN peacekeepers are deployed across the globe protecting civilian lives.

Far from home, in some of the world's most dangerous settings, they deescalate tensions between hostile parties, oversee aid delivery, support elections, and create space for political solutions to grow.

On this International Day, we honour peacekeepers past and present, and reaffirm our shared responsibility to respect and strengthen their work.

We pay tribute to the nearly 4,500 peacekeepers who have lost their lives since 1948, including 59 last year.

No one should die serving the cause of peace.

Attacks on peacekeepers are grave violations of international humanitarian law, and Member States must uphold their obligations to ensure the safety and security of UN personnel at all times.

In an era of rising tensions, peacekeeping is a proven and cost-effective way to restore stability and hope.

But it requires steady political backing – and reliable financial support.

This year's theme, Invest in Peace, calls for decisive action to ensure peacekeepers have the resources to carry out their vital mandates.

An investment in peacekeeping is an investment in a safer future.

Let us always support the people who help make peace possible.

Thank you.

Antonio Guterres

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সংঘাতপূর্ণ ও দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে শান্তিরক্ষীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম মানবতা, সহযোগিতা ও সহনশীলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের এক গর্বিত অংশীদার।

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষ্যে আমি বিশ্বব্যাপী দায়িত্ব পালনরত সকল শান্তিরক্ষী সদস্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শান্তিরক্ষীরা নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে রেখে সংঘাতময় এলাকায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছেন এবং তাদের আত্মত্যাগ সত্যিই প্রশংসনীয়। বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের যেসকল শান্তিরক্ষীরা দায়িত্ব পালনকালে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে জীবন উৎসর্গ করেছেন-তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর সম্মান জানাই।

বর্তমানে বাংলাদেশের ৪,২১২ জন শান্তিরক্ষী ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার ০৯টি শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁরা দক্ষতা, পেশাদারিত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আমাদের সদস্যদের অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে সুদৃঢ় করেছে। নারী শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণও বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সক্ষমতার প্রতিফলন, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তুলছে।

শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, যা বৈশ্বিক শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। আমরা বিশ্বাস করি, পারস্পরিক সহযোগিতা, ন্যায়বিচার এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও সমৃদ্ধ বিশ্ব গঠন সম্ভব।

আমি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য, বিশেষ করে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই এবং তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আসুন, আমরা সবাই মিলে শান্তি প্রতিষ্ঠার এই মহৎ প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করি।

ড. খলিলুর রহমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

সেনাবাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২৬' উপলক্ষ্যে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সেই সকল বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের, যারা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আত্মত্যাগ করেছেন। বহু বছর ধরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাহস, নিষ্ঠা ও মানবিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁদের পেশাদারিত্ব ও ত্যাগ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৬' এর এই মহান দিনে আমি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত এবং এ পর্যন্ত শান্তিরক্ষা মিশন সম্পন্নকারী সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

বর্তমান বিশ্বে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ধরন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন শান্তিরক্ষীদের সংঘাত মোকাবিলার পাশাপাশি, সন্ত্রাসবাদ, মানবিক সংকট, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং প্রযুক্তিনির্ভর নতুন চ্যালেঞ্জের সঙ্গেও কাজ করতে হচ্ছে। এসব পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষীদের আরও দক্ষ, সচেতন ও পেশাদার হতে হবে। আধুনিক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ এখন শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদের আরও প্রস্তুত করে তুলবে। শৃঙ্খলা, সততা, পেশাদারিত্ব ও মানবিক মূল্যবোধকে ধারণ করে সকলকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। নতুন জ্ঞান অর্জন, নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের শান্তিরক্ষীরা আরও সফলতা অর্জন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গৌরবময় অবদান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সীমিত জনবল ও সম্পদের মধ্যেও বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা তাঁদের দক্ষতা, সাহস, শৃঙ্খলা, মানবিক আচরণ এবং উন্নত মূল্যবোধের মাধ্যমে বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবে এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ নামটিকে গর্ব ও আস্থার প্রতীক হিসেবে সমুন্নত রাখবে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়োজিত বাংলাদেশের সকল শান্তিরক্ষীর জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, দোয়া ও শুভকামনা।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

ওয়াকার-উজ-জামান
জেনারেল
সেনাবাহিনী প্রধান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

নৌবাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ নৌবাহিনী

বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার দৃঢ়সংকল্পে নিয়োজিত সকল শান্তিরক্ষীর অবদান এবং আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৬' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। এ বিশেষ দিনটিতে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সকল ব্লুহেলমেট পরিহিত মৃত্যুঞ্জয়ী বীর শহিদকে যারা বিশ্বশান্তি, ঐক্য, নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা রক্ষায় তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি গর্বের সাথে স্মরণ করছি সাবেক এবং বর্তমান বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের কথা, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশ আজ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছে। সকল শান্তিরক্ষীর প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

বিশ্বশান্তি, মানবাধিকার এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ১৯৯৩ সালে সর্বপ্রথম শান্তিরক্ষী মোতায়েনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তার যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দু'টি যুদ্ধজাহাজ ওসমান ও মধুমতি ২০১০ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন লেবানন (UNIFIL- United Nations Interim Force in Lebanon) এ যোগদান করে। বর্তমানে উক্ত মিশনে নৌবাহিনীর একটি আধুনিক প্রযুক্তির Corvette শ্রেণির যুদ্ধজাহাজ 'সংগ্রাম' মেরিটাইম টাস্কফোর্সের অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল কার্যক্রম পালনে ভূমধ্যসাগরে নিয়োজিত রয়েছে। অপরদিকে, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্পেশাল ফোর্সের সমন্বয়ে গঠিত একটি নৌ কন্টিনজেন্ট গত ২০১৫ সাল থেকে দক্ষিণ সুদানে 'বাংলাদেশ ফোর্স মেরিন ইউনিট (BANFMU)' হিসেবে মোতায়েন রয়েছে। কন্টিনজেন্টটি জাতিসংঘের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বহনকারী বার্জসমূহের নদীপথে (White Nile) নিরাপদে চলাচলের নিশ্চয়তা বিধান করে।

উল্লিখিত কন্টিনজেন্টসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন পদবির পুরুষ ও নারী কর্মকর্তা এবং নাবিকগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে স্টাফ অফিসার, মিলিটারি অবজারভার ও কন্টিনজেন্ট সদস্য হিসেবে পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলাবোধ, আনুগত্য এবং একনিষ্ঠতার সাথে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

আজকের এ শুভক্ষণে, আমি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশ-এর সকল সদস্যের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল, সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য একটি সংঘাত ও অনিশ্চয়তামুক্ত পৃথিবী নিশ্চিতকল্পে আমাদের এ দুর্বার পথচলা অব্যাহত থাকবে, এ হোক 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৬' এ আমাদের অঙ্গীকার। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল কর্মপ্রয়াস সফল করুন, আমিন।

এম নাজমুল হাসান
এডমিরাল
নৌবাহিনী প্রধান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

বিমান বাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ সকল শান্তিরক্ষীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করতে গিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর অসংখ্য সূর্যসন্তান হাসিমুখে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। আমি তাঁদেরকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং তাঁদের পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আর তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

দীর্ঘ কয়েক দশকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বের সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। এই অর্জনের নেপথ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর শান্তিরক্ষীদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা, দক্ষতা, পেশাদারিত্ব এবং মহান আত্মত্যাগ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এই কার্যক্রমের অন্যতম সফল অংশীদার। ইতোমধ্যে জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কুয়েত, পূর্ব তিমুর, চাদ, সুদান, দক্ষিণ সুদান, হাইতি, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক এবং আইভরি কোস্টসহ বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতময় অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নয় হাজারেরও অধিক সদস্য ২৮টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সফলভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও, বাংলাদেশের নারী শান্তিরক্ষীরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। সংঘাত-পীড়িত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানবিক সহায়তা ও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের অংশগ্রহণ শুধুমাত্র মিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতেই নয়, বরং আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে করেছে আরও উজ্জ্বল ও মর্যাদাসম্পন্ন। আমি আশাবাদী, ভবিষ্যতেও তারা এই মহতী দায়িত্ব পালনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে।

আমাদের শান্তিরক্ষীরা শান্তিরক্ষার পাশাপাশি বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশ, ভিন্ন সংস্কৃতি এবং বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও তারা যেভাবে স্থানীয় জনগণের সাথে মিশে গিয়ে আস্থা অর্জন করেন, তা সত্যিই বিরল। এছাড়াও পরিবর্তনশীল বিশ্বে শান্তিরক্ষীগণ সাইবার নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ দমন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অস্থিরতা মোকাবিলাতেও কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার এবং সশস্ত্র বাহিনী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জাতিসংঘ পরিচালিত আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আরও বেগবান হোক, বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এবং বিশ্ব হয়ে উঠুক যুদ্ধ ও সংঘাতমুক্ত; আজকের দিনে এই হোক আমাদের প্রত্যাশা। পরিশেষে, আমি 'জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৬' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

হাসান মাহমুদ খাঁন
এয়ার চীফ মার্শাল
বিমান বাহিনী প্রধান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২৬' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ দিবসটির উদ্‌যাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি নিঃসন্দেহে বৈশ্বিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং মানবতার চিরন্তন মূল্যবোধের প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার ও নিষ্ঠার উজ্জ্বল প্রতিফলন।

এই বিশেষ দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতিসংঘের পতাকাতলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়োজিত সকল শান্তিরক্ষীর প্রতি আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একই সঙ্গে মানবতা ও বিশ্বশান্তির জন্য আত্মোৎসর্গকারী সাহসী শান্তিরক্ষীদের আমি গভীর শ্রদ্ধারসঙ্গে স্মরণ করছি। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Invest in Peace' বৈশ্বিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবিচল অঙ্গীকারের সঙ্গে গভীরভাবে সংগতিপূর্ণ। একই সঙ্গে এটি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের প্রশিক্ষণ, পেশাদারিত্ব এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ধারাবাহিক বিনিয়োগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং মিশনগুলোতে পেশাদারিত্ব, সহনশীলতা, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও আর্তমানবতার সেবায় নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং জাতিসংঘের আদর্শ ও নীতির প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের আত্মত্যাগ ও সাফল্য কেবল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেনি, বরং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশকে একটি বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল অংশীদার হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ৪,১৭৭ জন এবং বাংলাদেশ পুলিশের ৩৫ জন শান্তিরক্ষী বিশ্বের ৯টি জাতিসংঘ মিশনে নিয়োজিত রয়েছে। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪৩টি দেশ/স্থান এর ৬৩টি শান্তিরক্ষা মিশনে প্রশংসনীয়, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও গৌরবের সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। এ যাবৎ সর্বমোট ২,০৬,৪৭৬ জন শান্তিরক্ষী প্রেরণ করে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষার ইতিহাসে বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তিরক্ষায় একটি রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। জাতিসংঘের 'জেন্ডার সমতা' প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের নারী শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণও অত্যন্ত গৌরবের। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৩,৯০৫ জন নারী শান্তিরক্ষী জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশকে নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকালে এ যাবৎ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ১৫১ জন এবং বাংলাদেশ পুলিশের ২৪ জন সদস্য শাহাদাত বরণ করেছেন। আমি আত্মোৎসর্গকারী ঐ সকল বীর শান্তিরক্ষীর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। এছাড়াও, জাতিসংঘের পতাকাতলে শান্তিরক্ষা করতে গিয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ২৭২ জন এবং বাংলাদেশ পুলিশের ১৫ জন সদস্য আহত হয়েছেন। আমি তাঁদের সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করছি। আমি নিশ্চিত যে, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের নিঃস্বার্থ এই আত্মত্যাগ জাতিসংঘের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করি, বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা উচ্চ মনোবল নিয়ে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে সর্বদা অবিচল থাকবে। আমি 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২৬' এর সফল উদ্‌যাপন এবং সকল শান্তিরক্ষীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

মীর মুশফিকুর রহমান
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগকারী সকল শান্তিরক্ষীর প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছো ও অভিনন্দন। "স্থায়ী শান্তি ও নিরাপদ বিশ্ব গঠনে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা"-এই প্রত্যয়কে ধারণ করে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে মানবতা, সহমর্মিতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা তাঁদের পেশাদারিত্ব, সততা, শৃঙ্খলা ও মানবিক আচরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। বিশ্ব শান্তির মহান দায়িত্ব পালনকালে আত্মোৎসর্গকারী ও আহত শান্তিরক্ষীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁদের আত্মত্যাগ বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি রইল আন্তরিক সমবেদনা।

আকাশ-নীল পতাকার নিচে শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের শান্তিরক্ষীদের অবদান আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। বাংলাদেশ পুলিশ ভবিষ্যতেও জাতিসংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাবে-এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

মানবতার সেবায় নিয়োজিত সকল শান্তিরক্ষীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। সন্ত্রাস, সহিংসতা ও সংঘাতমুক্ত একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী প্রতিষ্ঠায় সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী হোক-এই কামনা করছি।

'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২৬' সফল হোক।

মোঃ আলী হোসেন ফকির
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস

বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী মিশন ব্যানব্যাট-১১ এর আওতাধীন বুয়ার Bocaranga Permanent Operating Base (POB) কর্তৃক Security Escort এর আলোকচিত্র

ভূমধ্যসাগরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ সংগ্রাম

মিশন অনুযায়ী বর্তমানে নিয়োজিত বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী

দেশ/স্থান	মিশন/এ্যাসাইনমেন্ট	অংশগ্রহণকারী
আবেই	UNISFA	২৫৩
সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক	MINUSCA	১১০৫
সাইপ্রাস	UNFICYP	০১
ডিআর কঙ্গো	MONUSCO	১৬০১
লেবানন	UNIFIL	১২০
লিবিয়া	UNSMIL	০১
দক্ষিণ সুদান	UNMISS	১০৯৪
ইউএসএ	UNDPO	১০
পশ্চিম সাহারা	MINURSO	২৭
	মোট	৪,২১২

FARDC-এর একজন আহত সৈনিককে দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার জন BANUAU দ্বারা পরিচালিত মানবিক চিকিৎসা স্থানান্তর অভিযান

ডিউটিতে এফপিইউ ফোর্সে মোতায়েনের পূর্বে ব্রিফিং প্রদান করছেন নারী লিয়াঁজো কর্তকর্তা (আইপিও, বাংলাদেশ পুলিশ), মিনুস্কা, সেন্ট্রাল আফ্রিকা

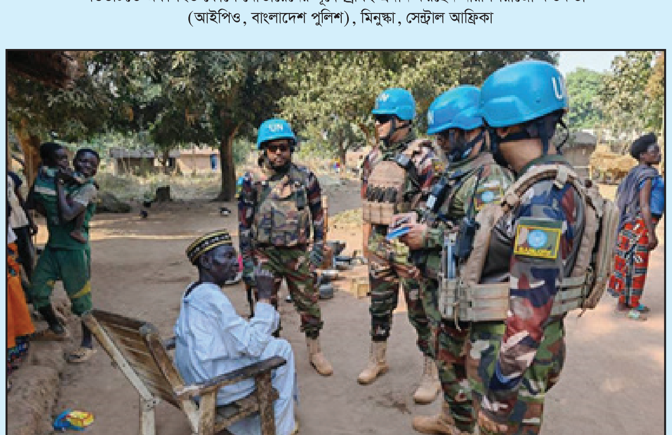

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষী মিশন ব্যানএলকিউআরএফ-৬ কর্তৃক Local Patrol (Kaga Bandoro) এলাকার কার্যক্রমের একটি আলোকচিত্র

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পরিবহন বিমানের সাহায্যে সৈন্য স্থানান্তর

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিমালা সমুন্নত রেখে, আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানকে এগিয়ে নিতে এবং বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ শান্তি প্রিয় দেশ। বাংলাদেশের সংবিধানের পররাষ্ট্র নীতিতে সকলের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখার বিষয়টি প্রতিফলিত রয়েছে। শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পররাষ্ট্র নীতিতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নেন বিধায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। তার শাসনামলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার পক্ষে অবস্থান নেয়। তার গৃহীত সক্রিয় কুটনৈতিক পদক্ষেপের কারণে পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম দেশ হিসেবে অদ্যাবধি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ব্লু হেলমেট এর আওতায় বাংলাদেশ অনস্বীকার্য অবদান রেখে চলেছে। এ নীতির প্রতি অটলভাবে নিবেদিত থেকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশ বিগত ৩৮ বছর যাবৎ আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অত্যন্ত সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করে আসছে। তাদের এ গৌরবময় অংশগ্রহণকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর ২৯ মে পালিত হয়ে আসছে 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস'। সরকারি ক্যালেন্ডার ২০২৬ অনুযায়ী ৩১ মে পর্যন্ত ঈদ-উল-আযহার ছুটি হওয়ায় শুধুমাত্র এ বছরের জন্য ২৯ মে এর পরিবর্তে ১০ই জুন ২০২৬ তারিখে 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস' পালন করা হচ্ছে। এ বছর "আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২৬" এর প্রতিপাদ্য বিষয় "Invest in Peace"।

ইরান-ইরাকে সামরিক পর্যবেক্ষক দলে সেনাবাহিনীর ১৫ জন সামরিক পর্যবেক্ষক প্রেরণের মাধ্যমে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে তার যাত্রা শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায়, ১৯৮৯ সালে নামিবিয়ায় বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা মোতায়েন হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী মোজাম্বিকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে যোগ দেয় এবং একইবছর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বসনিয়া-হার্জেগোভিনিয়ায় শান্তিরক্ষায় তাদের সম্পৃক্ততা শুরু করে। উল্লিখিত কার্যক্রম বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সম্প্রসারিত ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়। হাইতি থেকে পূর্ব তিমুর, লেবানন থেকে কঙ্গো পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের পদচিহ্ন রয়েছে। বসনিয়ার তীব্র শীত, সাহারা মরুভূমির দুঃসহনীয় গরম ও পূর্ব এশিয়ার ক্লান্তিকর আর্দ্রতার সাথে মানিয়ে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা। ধর্ম, গোত্র, বর্ণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও আঞ্চলিক বৈষম্যকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী সদস্যরা নিজেদের উৎসর্গ করেছে বিশ্ব মানবতার সেবায়। পেশাগত দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, সততা ও মানবিকতার কারণে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী সদস্যরা বিশ্বের সকল মানুষের কাছে আজ অনন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ সমর্থনে বর্তমানে বৈশ্বিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্য প্রেরণে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে একটি। এ পর্যন্ত ২,০৬,৪৭৬ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী ৪৩টি দেশ/অঞ্চলে ৬৩টি জাতিসংঘ মিশন/অপারেশনে অংশ নিয়েছেন। বর্তমানে ১০টি মিশন/অভিযানে ৪,২১২ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইতোমধ্যে ৩,৯০৫ জন নারী শান্তিরক্ষী সদস্য সাফল্যের সাথে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন এবং বর্তমানে মোট ২৯৪ জন নারী সদস্য বিভিন্ন মিশনে শান্তিরক্ষী কার্যক্রমে কর্মরত রয়েছেন। তাছাড়া মিশন এলাকায় সংঘাতপূর্ণ ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ১৭৫ জন বাংলাদেশি বীর সন্তান নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং ২৮৭ জন শান্তিরক্ষী সদস্য আহত হয়েছেন। 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৬' উদ্‌যাপনের এ মহতী ক্ষণে, শান্তির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী অকুতোভয় এসকল বীর সন্তানদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তাদের এ আত্মত্যাগ বিশ্ব শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিকে যেমন রক্ষা করেছে, তেমনি সারা বিশ্বের মানুষের নিকট বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে করেছে উজ্জ্বল। সর্বোপরি, বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বাংলাদেশ জাতিসংঘের অধীনে যেকোনো দায়িত্ব পালনে থাকবে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বিশ্ব শান্তিরক্ষায় এক নজরে বাংলাদেশ

দেশ/স্থান	মিশন/এ্যাসাইনমেন্ট	অংশগ্রহণকারী
আবেই	UNISFA	১৬৫০
আফগানিস্তান আফগানিস্তান-পাকিস্তান	UNAMA/ UNSMA-UNGOMAP	১১
এ্যাঙ্গোলা	UNAVEM & UNAVEM III	৬৩৫
বসনিয়া	UNMIBH	১৭৭
বুরুন্ডি	BINUB	৬
কম্বোডিয়া	UNAMIC/UNTAC/UNMLT	১৩০১
সিএআর এবং চাদ	MINURCAT	৬০
সিএআর	MINUSCA	১২৮২৮
ক্রোয়েশিয়া/ইস্ট স্লোভেনিয়া	UNTAES	৭৬
সাইপ্রাস	UNFICYP	৮
দারফুর	UNAMID	৮৯৮৯
ডিআর কঙ্গো	MONUC/MONUSCO	৪২৫৮৬
ইস্ট তিমুর	UNAMET/UNTAET/UNMISET	২৭১৮
ইথিওপিয়া/ইরিত্রিয়া	UNMEE	১১০৮
জর্জিয়া	UNOMIG	১৩১
হাইতি	UNMIH/MINF/MINUSTAH	৫৩৮২
ইরান	UNIIMOG	৩১
ইরাক	UNGCI/UNMOVIC	১২৪
আইভরি কোস্ট	MINUCI/ONUCI/UNOCI	৩২৮৫০
কসোভো	UNMIK	৫৩৯
কুয়েত	UNIKOM	৮২৩৯
লেবানন	UNIFIL	৩১৯৯
লাইবেরিয়া	UNOMIL/UNMIL	২৩৭৯৪
মেসিডোনিয়া	UNPREDEP	৭
মালি	MINUSMA	১৪৮০১
মোজাম্বিক	ONUMOZ	২৬২২
নামিবিয়া	UNTAG	৮৫
অফিস অব দি আফ্রিকান ইউনিয়ন	UNOAU	১
রুয়ান্ডা	UNAMIR	১০২২
সিয়েরা লিওন	UNAMSIL/UNIOSIL	১১৯৮১
সোমালিয়া	UNOSOM-I-II/AMISOM	১৯৭৩
সোমালিয়া	UNSOM	৭
সাউথ সুদান	UNMISS	১৬০৩৪
সুদান	UNMIS	৯২৮৫
সুদান	UNITAMS	৩
সিরিয়া	UNSMIS	১৮
তাজিকিস্তান	UNMOT	৪০
ইউএনএইচকিউ	UNDPO	৫৮
উগান্ডা/রুয়ান্ডা	UNOMUR	২০
পশ্চিম সাহারা	MINURSO	৪৮৩
পশ্চিম আফ্রিকা	UNOWA	২
ইয়েমেন	UNMHA	৬
যুগোস্লাভিয়া (ফরমার)	UNPROFOR/UNMOP	১৫৮৪
মোট দেশ/স্থান : ৪৩	মোট মিশন/এ্যাসাইনমেন্ট : ৬৩	মোট : ২,০৬,৪৭৬

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শহিদ শান্তিরক্ষী

সেনাবাহিনী

১। লেঃ কর্নেল ফাইজুল করিম
২। প্রাইভেট মোঃ ইউসুফ আলী
৩। ল্যান্স কর্পোরাল সানোয়ার হোসেন
৪। প্রাইভেট মোঃ আকবর হোসেন
৫। মেস ওয়েটার মোঃ আলাউদ্দিন হাওলাদার
৬। ওয়ারেন্ট অফিসার এম এ হারুন-উর রশিদ
৭। প্রাইভেট মোঃ আব্দুল হাই মন্ডল
৮। প্রাইভেট মোঃ ইসমাইল হোসেন
৯। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ আব্দুর রহিম
১০। লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ হোসেন
১১। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ ফয়েজ আহমেদ
১২। মেজর আলমগীর মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন
১৩। কর্পোরাল মোঃ আব্দুল আজিজ
১৪। ল্যান্স কর্পোরাল বেলাল হোসেন
১৫। প্রাইভেট মোঃ দেলওয়ার হোসেন
১৬। কর্পোরাল মোঃ জাফর উলাহ
১৭। কর্পোরাল মোঃ আব্দুল মান্নাফ
১৮। ক্যাপ্টেন মোঃ কামরুজ্জামান
১৯। কর্পোরাল মোঃ মিজানুর রহমান
২০। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ মোকাদ্দেস হোসেন
২১। প্রাইভেট মোঃ আমিনুর ইসলাম
২২। ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ নুরুল ইসলাম
২৩। মেজর মোঃ আব্দুস সাত্তার, পিএসসি
২৪। ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ লুৎফর রহমান
২৫। লেঃ কর্নেল সায়েদ শামসুল আরেফিন
২৬। মেজর মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া, জিএল
২৭। মেজর মির্জা মোঃ আব্দুল বাতেন
২৮। মেজর মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী
২৯। মেজর মোশাররফ হোসেন, পিএসসি
৩০। ক্যাপ্টেন আরিফুর রহমান তালুকদার, জি+
৩১। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন আহমেদ
৩২। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
৩৩। ক্যাপ্টেন মোঃ আলাউদ্দিন সরদার
৩৪। ক্যাপ্টেন মোঃ রকিবুল হাসান
৩৫। ক্যাপ্টেন মোঃ জাহিদুল ইসলাম
৩৬। ক্যাপ্টেন মোঃ আব্দুল মাবুদ
৩৭। সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ শফিকুল ইসলাম
৩৮। মেজর এম রওনক আকতার
৩৯। মেজর ইমতিয়াজ উদ্দিন আহমেদ
৪০। সার্জেন্ট মোঃ আব্দুল মালেক গাজী
৪১। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ আব্দুল কাদের সিদ্দিকী
৪২। কর্পোরাল মোঃ জাহিদুল ইসলাম
৪৩। সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার ফরিদ উদ্দিন
৪৪। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ জামাল উদ্দিন
৪৫। মেজর মোহাম্মদ শাহজাহান, পিএসসি
৪৬। প্রাইভেট মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
৪৭। কর্পোরাল মাহমুদুন নবী
৪৮। কর্পোরাল মোঃ শহিদুল ইসলাম
৪৯। কর্পোরাল মোঃ ওয়াহেদুর রহমান খান
৫০। প্রাইভেট মোঃ মিল্টন মিয়া
৫১। কর্পোরাল (সিএলকে) মোঃ জয়নাল আবেদীন
৫২। ক্যাপ্টেন মোঃ শহিদ আশরাফ খান
৫৩। ওয়ারেন্ট অফিসার সোহরাব হোসেন তালুকদার
৫৪। সার্জেন্ট মোঃ সেরাজুল হক
৫৫। কর্পোরাল মোঃ আতাউর রহমান সরকার
৫৬। প্রাইভেট মোঃ জহিরুল ইসলাম
৫৭। প্রাইভেট মোঃ আব্দুস সালাম
৫৮। প্রাইভেট মোঃ আব্দুস সালাম
৫৯। প্রাইভেট মোঃ বেলাল হোসেন
৬০। প্রাইভেট নূর মোহাম্মদ
৬১। প্রাইভেট মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন
৬২। সার্জেন্ট মোঃ আলমগীর খান
৬৩। এনসি (ই) আব্দুল মোমিন সরকার
৬৪। প্রাইভেট মোঃ আমির হোসেন
৬৫। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ ফারুক মিয়া
৬৬। ল্যান্স কর্পোরাল এস এম মিরাজ আহমেদ
৬৭। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ আব্দুস সাত্তার
৬৮। সৈনিক মোঃ মিজানুর রহমান
৬৯। সৈনিক আব্দুল হালিম
৭০। সৈনিক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান খান
৭১। সৈনিক মোহাম্মদ শহিদ মিয়া
৭২। সৈনিক মোঃ সাহাব উদ্দিন
৭৩। ক্যাপ্টেন মোঃ রাজিবুল কবির
৭৪। প্রাইভেট নূর আলম তালুকদার
৭৫। প্রাইভেট মোঃ খুরশেদ আলম
৭৬। ওয়ারেন্ট অফিসার মোহাম্মদ আলিমুজ্জামান
৭৭। প্রাইভেট মোঃ আব্দুল খালেক
৭৮। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
৭৯। প্রাইভেট মোঃ নূরমিন নূরুল্লাহ
৮০। প্রাইভেট মোঃ দিদারুজ্জামান
৮১। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ মাহবুবুর রহমান
৮২। মেজর মোহাম্মদ মশিউর রহমান
৮৩। ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আবুল কাশেম
৮৪। কর্পোরাল মোঃ মাহমুদুল হাসান
৮৫। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ আব্দুল খালেক
৮৬। এনসি (ই) মোঃ মোজাফ্ফর রহমান
৮৭। আরটি মোঃ ইমদাদুল হক
৮৮। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ইফতেখার আলম
৮৯। মেজর কে এম জিয়াউল হক
৯০। কর্পোরাল মোঃ ইউনুস মিয়া
৯১। আরটি মোঃ আব্দুস সালাম
৯২। কর্পোরাল মোঃ রফিকুল ইসলাম
৯৩। সৈনিক মোঃ সানোয়ার হোসেন
৯৪। লেঃ কর্নেল মোঃ তৌহিদ-উল-মুলক্, এফসিপিএস
৯৫। সৈনিক মোঃ আমির হোসেন
৯৬। সৈনিক মোঃ আব্দুল মতিন
৯৭। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
৯৮। সার্জেন্ট মোঃ লাবু ইসলাম
৯৯। সার্জেন্ট মোঃ মিরাজুল ইসলাম
১০০। সার্জেন্ট মোঃ শহিদুল ইসলাম
১০১। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ নজরুল ইসলাম
১০২। সৈনিক শ্রী নিলকান্ত হাজং
১০৩। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ মজিবুর রহমান
১০৪। সৈনিক মোঃ আবুল বাশার
১০৫। সৈনিক মোঃ আব্দুর রহিম
১০৬। সার্জেন্ট মোঃ আলতাব হোসেন
১০৭। ল্যান্স কর্পোরাল জাকিরুল আলম সরকার
১০৮। সৈনিক মোঃ মনোয়ার হোসেন
১০৯। ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আবুল কালাম
১১০। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ আকতার হোসেন
১১১। সৈনিক মোঃ রায়হান
১১২। সৈনিক মোঃ জামাল উদ্দিন
১১৩। সৈনিক রাশেদুজ্জামান
১১৪। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ মিজানুর রহমান
১১৫। সৈনিক মোঃ মঞ্জুর আলী
১১৬। সৈনিক আরজান হাওলাদার
১১৭। সৈনিক মোঃ রিপুল মিয়া
১১৮। সৈনিক আতিকুল ইসলাম
১১৯। ইলেক্ট্রিশিয়ান মোঃ লিটন মিয়া
১২০। সিভিল নুরুল আমিন
১২১। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ সাইফুল ইসলাম
১২২। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ আব্দুলাহ আল মামুন
১২৩। সার্জেন্ট মোঃ ইব্রাহিম
১২৪। ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ রবিউল মোলাহ
১২৫। লেঃ কর্নেল এ কে এম মাহমুদুল ইসলাম
১২৬। ল্যান্স কর্পোরাল কফিল মজুমদার
১২৭। সৈনিক মোঃ জসিম উদ্দিন
১২৮। সৈনিক মোঃ শরীফ হোসেন
১২৯। সৈনিক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
১৩০। সার্জেন্ট মোঃ মঞ্জুর রহমান
১৩১। সার্জেন্ট মোঃ মামুনুর রশিদ
১৩২। কর্পোরাল মোঃ মাসুদ রানা
১৩৩। সৈনিক মোঃ মইনুল ইসলাম
১৩৪। সৈনিক শামীম রেজা
১৩৫। সৈনিক শান্ত মন্ডল
১৩৬। এম/ডব্লিউ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
১৩৭। ধুপী মোঃ সবুজ মিয়া
১৩৮। সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মহিউদ্দিন চপল

নৌবাহিনী

১। মোঃ নূরুল ইসলাম, এলএস(সিডি)
২। এম জাহাঙ্গীর আলম, এলএস
৩। আনোয়ারুল ইসলাম খান, লিডিংম্যান
৪। ইঃ লেঃ কমান্ডার এম আশরাফ সিদ্দিকী, বিএন

বিমান বাহিনী

১। সিভিল এ কে এম শামসুল আলম
২। ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আজমল হোসেন
৩। ফ্লাইট লেঃ এ কে এম নাজমুল হুদা
৪। উইং কমান্ডার মোঃ আব্দুল হারিছ
৫। সিভিল জানে আলম
৬। সার্জেন্ট মোঃ জিয়াউর রহমান
৭। সার্জেন্ট মোঃ মোবারক হুসাইন
৮। ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ সাইফুল ইমাম ভূঁইয়া
৯। সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আব্দুল হালিম

বাংলাদেশ পুলিশ

১। হেড কনস্টেবল আবুল বাশার আকন্দ
২। সাব-ইন্সপেক্টর মির শহিদুল আলম
৩। ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ আলী
৪। সার্জেন্ট মঞ্জুর হোসেন
৫। ইন্সপেক্টর মোঃ মনিরুল ইসলাম সরকার
৬। হেড কনস্টেবল মোঃ শওকত আলী
৭। এ্যাসিসটেন্ট সাব-ইন্সপেক্টর মোঃ রফিকুল ইসলাম
৮। কনস্টেবল মোঃ শহিদুল আলম
৯। কনস্টেবল মোঃ নাসির উদ্দিন
১০। এসপি মোঃ আব্দুল মালেক দর্জি
১১। সিনিয়র এএসপি মোঃ সায়েদুর রহমান
১২। কনস্টেবল মোঃ আব্দুল হাকিম মিয়া
১৩। কনস্টেবল মোঃ আজগর আলী
১৪। সাব-ইন্সপেক্টর মোঃ শাহ আলম
১৫। এ্যাসিসটেন্ট সাব-ইন্সপেক্টর মোঃ আজিজুর রহমান পাটোয়ারী
১৬। সাব-ইন্সপেক্টর মোছাঃ ফরিদা ইয়াসমিন
১৭। সাব-ইন্সপেক্টর মঈনুল আহসান খান
১৮। কনস্টেবল আশরাফুল ইসলাম
১৯। কনস্টেবল মোঃ সামিদুল ইসলাম
২০। কনস্টেবল মোতাহার হোসেন
২১। কনস্টেবল মোঃ ওমর ফারুক
২২। এডিশনাল আইজি রওশন আরা বেগম
২৩। কনস্টেবল মোঃ মনিরুজ্জামান

বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী মিশন সেনাবাহিনীর ব্যানআরডিবি-৭ এর আওতাধীন DRODRO Temporary Operation Base (TOB) হতে UZI Hill এলাকায় কম্ব্যাট টহল এর একটি আলোকচিত্র

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে দক্ষিণ সুদানের নীল নদে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর রিভারাইন পেট্রোল

১৯৮৮ সাল থেকে

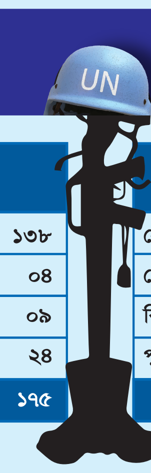

নিহত			আহত		
সেনাবাহিনী	-	১৩৮	সেনাবাহিনী	-	২৫৬
নৌবাহিনী	-	০৪	নৌবাহিনী	-	০৯
বিমান বাহিনী	-	০৯	বিমান বাহিনী	-	০৭
পুলিশ	-	২৪	পুলিশ	-	১৫
	সর্বমোট	১৭৫		সর্বমোট	২৮৭

BANUAU জঙ্গল-যুদ্ধ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে FARDC-কে সফলভাবে ফাস্ট-রোপিং ও র‍্যাপেলিং প্রশিক্ষণ প্রদান

স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতির মাধ্যমে সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক জনসংযোগ করছেন ফিল্ড কর্মকর্তা (আইপিও, বাংলাদেশ পুলিশ), মিনুস্কা, সেন্ট্রাল আফ্রিকা

দক্ষিণ সুদান সফরকালে মিশনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও নাবিকদের সাথে কৌশল বিনিময় করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম নাজমুল হাসান

কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম, আনমিস, দক্ষিণ সুদান